গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে খাদ্যনীতি পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 1

গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে খাদ্যনীতি পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন

Thursday, Jan 10, 2013

By Dr. Ahsan H. Mansur

ড. আহসান মনসুর

চালের দাম স্থিতিশীল বা কম রাখা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম স্লোগান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নির্বাচনে জয়লাভের জন্যও এটিকে ধরা হয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক তথা শর্ত হিসেবে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে চালের দাম সস্তা এবং এটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কতটা সঙ্গত, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। দেশে খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি এখন বেশ জোরের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে; তাও অনেকাংশে চালের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত। লক্ষণীয়, খাদ্যনিরাপত্তা বলতে আমরা সাধারণত চালে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকেই বুঝছি। কিন্তু খাদ্যনিরাপত্তাকে এত ক্ষুদ্রভাবে দেখার অবকাশ নেই। অনেকে বলছেন, আমরা চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দেশে দুর্ভিক্ষ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। কৃষিপণ্যের দামের সঙ্গেও গ্রামীণ অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যনীতির পুনর্মূল্যায়ন দরকার।
আমাদের অর্থনীতি গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগে গ্রামীণ অর্থনীতি বলতে— চাল উত্পাদন, এর ন্যায্য দাম এবং তা শহরে পাঠানোর বিষয়গুলোই পেত প্রাধান্য। এ

[illegible]

[illegible] price in real terms) [illegible]

[illegible]

গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে খাদ্যনীতি পুনর্মূল্যায়ন
প্রয়োজন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 3

যখন দেখেছেন দাম বাড়ছে না, তখন লোকসানে হলেও তারা চাল ছেড়ে দিয়েছেন বাজারে। ভবিষ্যতে বাম্পার ফলনের পর মজুদ বাড়ানো সম্ভব না-ও হতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে কৃষকের আয় আর কমতে না দেয়ার। আমাদের উত্পাদিত চাল দেশের বাইরে যেতে দেব না, বাইরে থেকে এনে বাজারে ছাড়ব— এ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
তৃতীয়ত. চালভিত্তিক খাদ্যনিরাপত্তা আমাদের পুষ্টিহীনতা কমাতে সাহায্য করেনি। দেশে শিশুদের পুষ্টিহীনতার মাত্রা এখনো বেশি। এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে পড়ছি আমরা। চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি ঠিকই, কিন্তু পুষ্টিহীনতা থেকে যাচ্ছে। অতিরিক্ত চাল খেয়ে কিন্তু পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে দরকার চালের পরিভোগ কমিয়ে অন্যান্য— শাকসবজি, ফলমূল ও আমিষজাতীয় খাদ্যের পরিভোগ বাড়ানো। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও সামাজিক জাগরণের প্রয়োজন রয়েছে। আলুসহ অন্যান্য খাদ্য উত্পাদন ও পরিভোগে ভারসাম্য আনতে হবে। শুধু চাল খেয়ে পুষ্টি সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও চালের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সরকারি নীতিগুলোতে আরও ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্যব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ যেসব খাদ্য আমাদের খাদ্যতালিকায় থাকা উচিত, সেগুলোকে চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্পাদন করতে হবে; যাতে সবাই ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্য পরিভোগ করে। আমাদের খাদ্যনীতিও সাজাতে হবে এ আলোকে। চতুর্থত. কৃষকের উপার্জন কমে যাওয়ায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে অভ্যন্তরীণ বাজারেও। গ্রামাঞ্চলে সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এটি কিন্তু প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সাহায্য করবে না। চিন্তা করতে হবে, কীভাবে গ্রামের মানুষের প্রকৃত আয় অক্ষুণ্ন এবং সময়ের সঙ্গে তা বাড়ানো যায়। শুধু সস্তায় চাল খাওয়ালে এটি সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের চালের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় আনতে হবে; যাতে কৃষকরা যৌক্তিক দাম পান। ২০০৮-০৯ সালে বেড়েছিল ধান-চালের দাম। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকাংশে সচল হয়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে। তবে সাধারণত বাংলাদেশে চালের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে কম থাকে যেমনটি রয়েছে এখন। আমাদের কৃষকের জন্য এটি মোটেও ভালো খবর নয়। আমাদের চালের দাম বিশ্ববাজার থেকে কম হলে ধাপে ধাপে তা রফতানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তদারকি বাড়াতে হবে। আগামী বোরো মৌসুমে যদি বাম্পার ফলন হয়, তবে সরকারিভাবে চাল কিনে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে সরকারকে এখনই চিন্তা করতে হবে।
এখন কৃষকরা চালকেও অর্থকরী ফসল হিসেবে দেখছেন। মৌলিক চাহিদা হিসেবে একে তারা আর বিবেচনা করছেন না। উত্পাদন খরচ বেড়েছে প্রচুর। সার, পানি, বীজ প্রভৃতির জন্য খরচ করতে হয়। এছাড়া রয়েছে শ্রমিকের খরচ। সব ব্যয় নির্বাহ করার পর মুনাফা করতে হয় তাকে। আগে অবস্থা এমন ছিল না। কৃষক নিজেই কাজ করতেন তার পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তার জন্য। উত্পাদন হলে ভালো, না হলেও এটি চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তেমন মানসিক অবস্থা কিন্তু এখন আর নেই। তাই চালের উত্পাদন ধরে রাখতে কৃষককে এর যথাযথ দাম দিতে হবে। নইলে গ্রামে এখন যেটি দেখা যাচ্ছে— কৃষকরা ধানের জমিতে গাছ লাগাবেন স্থায়ীভাবে এবং অন্যভাবে (কৃষিকাজের

গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে খাদ্যনীতি পুনর্মূল্যায়ন
প্রয়োজন

Policy Research Institute, Bangladesh. | 4

বাইরে) জীবিকা নির্বাহ করবেন।
আমাদের নীতিনির্ধারকদের একই সঙ্গে চিন্তা করতে হবে— কীভাবে কৃষি উত্পাদনকে বহুমুখী করা যায়। বর্তমানে কৃষি খাতের সরকারি ব্যয় বা অনুদান প্রধানত চাল উত্পাদনেই ব্যবহার হয়। সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা এবং অনুদান অন্যান্য শস্য ও শাকসবজি উত্পাদনে অধিকতর ব্যবহার করতে হবে। এটি খাদ্যশস্য বহুমুখীকরণেরও একটি অংশ। এটাকে অন্যভাবে দেখার সুযোগ নেই। আমাদের শাকসবজি, মাছ-মাংস ও আম-জাম-লিচু— সব কিছুরই দরকার আছে। এক্ষেত্রে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। এ পরিবর্তন খাদ্যনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, এটা মনে করাও ঠিক হবে না। এটা খাদ্য পরিভোগকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে সহায়তা করবে। কারণ ক্রমে আমরা ফল ও শাকসবজি বেশি পরিভোগ করব। এর পুষ্টিগত কারণ রয়েছে। সরকার যদি উন্নত মানের সবজি, শস্য ও ফল উত্পাদন ও বহুমুখীকরণে সহায়তা দিতে পারে, তা আমাদের ফুড বাস্কেটে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা জোগাবে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও সেটি হবে আমাদের জন্য ভালো এক পদক্ষেপ। সেক্ষেত্রে কৃষিনীতিতে বড় রকমের পরিবর্তন আনতে হবে।

অনেক সময় বলা হয়, পর্যাপ্ত চাল না থাকলে আমরা খাব কী? এটা এক ধরনের প্যারানয়েড মানসিকতা। যেন ধরেই নেয়া হয়, পর্যাপ্ত চাল উত্পাদন না করলে আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে! বিশ্বে অনেক দেশ রয়েছে যারা চাল উত্পাদন করে না কিন্তু এটি পরিভোগ করে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই চাল বা গম উত্পাদন করে না; তাদের কি খাদ্যনিরাপত্তা নেই? তাদের খাদ্যনিরাপত্তা কোত্থেকে আসছে এবং কেন তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে না? কারণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা রয়েছে। দাম যা-ই হোক, এটি তারা কিনতে পারে। আমেরিকা, কানাডা, ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া— এসব দেশে প্রচুর চাল-গম উদ্বৃত্ত থাকে। এখান থেকে চাল কেনে তারা। বাংলাদেশকেও সব সময়ই চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকতেই হবে, এটি ধ্রুব সত্য নয়। এক্ষেত্রে যদি কয়েক লাখ টন চাল আমদানি করতে হয়, যা আমরা সব সময়ই করছি— তা বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে না। এ ক্রয়ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আমরা যদি অন্যান্য পণ্য আমদানি করতে পারি, তাহলে কিছুটা চাল কেন আমদানি করতে পারব না? বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী থাকলে চাল কিনতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। অন্যান্য দেশ কিনতে পারলে, বাংলাদেশও পারবে। শুধু চাল কিনে গুদামজাত করতে হবে— এমন কোনো কথা নেই। কারণ এটি পচনশীল পণ্য। এটি নষ্ট হয় বেশি দিন ধরে রাখলে এবং ঠিকমতো মজুদ করতে না পারলে। এক্ষেত্রে ভারতের খাদ্য মজুদ কার্যক্রম অন্যতম খারাপ উদাহরণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে। দেশটি প্রায় ৫০-৬০ মিলিয়ন টন চাল ও গম মজুদ করছে অনেক বছর থেকে। এগুলো বেশ কিছুটা ইঁদুরকে খাওয়ানো বা পচানো হচ্ছে। এটা ভালো নীতির উদাহরণ হতে পারে না। ভারত সরকার ওয়ালমার্টের মতো কোম্পানিকে সম্প্রতি দেশে নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর অন্যতম লক্ষ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো। কৃষক যেন তার উত্পাদিত সবজি তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে বাজারে আনতে পারেন, চাইলে যেন এটি সংরক্ষণ করতে পারেন, তার উদ্যোগ নিচ্ছে। ভারতে ৩০-৪০ শতাংশের মতো সবজি নষ্ট হয়। আমাদের দেশের অবস্থাও সম্ভবত অনুরূপ। এর মূল কারণ, প্রক্রিয়াকরণ কীভাবে করতে হয়, তা আমরা জানি না।

[illegible] HEIS (Household Expenditure and Income Survey [illegible]